তারিখঃ ০৫/০২/২০২৩

উত্তরাঞ্চল কম্বল বিতরণ কার্যক্রম: ২০২৩

স্বাপ্নিক পরিবারের নতুন বছরের কার্যক্রম শুরু হয় অসহায় মানুষের সুখ-দুঃখ ভাগাভাগির মাধ্যমে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২২ সালের শুরুটাও হয় শীতার্থ মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ এর মাধ্যমে। ২০২৩ সালের ৩রা জানুয়ারি এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়, যাত্রা শুরু করে স্বাপ্নিকের সদস্যবৃন্দের একাংশ খুলনা থেকে। তবে নতুন বছরের প্রথম কাজ হিসেবে কিছুটা ব্যতিক্রম ছিলো স্বাপ্নিকের এবারের শীতার্থ মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ প্রকল্পে। নিজ গ্রাম, উপজেলা তথা জেলার গন্ডি ছাড়িয়ে স্বাপ্নিক ছুটে যায় বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের অঞ্চল পঞ্চগড়, দিনাজপুর, রংপুর, নাটোর সংলগ্ন অঞ্চলে। বলা বাহুল্য, এই প্রকল্পে পরিবহন খরচের কোনো অর্থ স্বাপ্নিকের নিজস্ব কোষাগার থেকে নেওয়া হয়নি। স্বাপ্নিক সংগঠনের সদস্যদের একাংশ তাদের বার্ষিক ট্যুরের সাথে এই প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করে। উক্ত প্রকল্পে অংশ নেওয়ার সদস্যবৃন্দ হলো; শাওন চক্রবর্তী, রাজীব বালা, অবিনাশ মন্ডল, অম্লান বিশ্বাস ও জয়ানন্দ মন্ডল। এছাড়াও প্রথম বারের মতো স্বাপ্নিক সাপোর্ট টিমের অন্যতম সদস্যা মনোয়ারা পারভিন সীমা ও বিশেষ সদস্যা বৃষ্টি বিশ্বাস এর ছিলো প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ। সমগ্র প্রকল্পের কো-অর্ডিনেটর ছিলো স্বাপ্নিকের অনার্স শাখার সদস্য অম্লান বিশ্বাস ও সহকারী হিসেবে ছিলো জয়ানন্দ মন্ডল।

প্রথম বারের মতো জেলার বাইরে কোনো কার্যক্রম সম্পন্ন করা মোটেও সহজ ছিলো না। অনেকটা অনিশ্চিত ও পূর্ব কোনো রকম সার্ভে ছাড়াই প্রকল্পের কাজ শুরু করতে হয়। যার ফলে মাত্র ২৫টি কম্বল নিয়েই স্বাপ্নিক যাত্রা শুরু করে উত্তরে উষ্ণতার ছোয়া পৌঁছে দিতে এবং অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে। যাত্রা পথে অনেক রেলস্টেশন সহ বিভিন্ন রাস্তা পাশে থাকা দুস্থ মানুষকে তাদের অবস্থা বিবেচনা পূর্বক কম্বল বিতরন করতে শুরু করে স্বাপ্নিক পরিবার। স্বাপ্নিক পরিবার তাদের এই নতুন কার্যক্রমে আসানুরূপ ভাবে সফল হয় এবং শীতার্থ মানুষের একাংশের পাশে দাঁড়াতে সক্ষম হয়।

স্বাপ্নিক পরিবার কম্বল বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৮০০০ টাকা বাজেট পায়। যার সিংহভাগ ব্যয় হয় কম্বল ক্রয়ের জন্য। নিচে অর্থ বিবরণী দেওয়া হলোঃ

খরচের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	কম্বল (২৮০*২৫)	৭০০০টাকা
২	ব্যাগ ও অন্যান্য খরচ	১০০০ টাকা

	মোট	৮০০০ টাকা

প্রকল্পে অনুমোদিত মোট টাকার পরিমাণ= ৮০০০টাকা

প্রকল্পে মোট ব্যয়= ৮০০০টাকা

স্বাপ্নিক পরিবারের অধিকাংশ সদস্যের ইচ্ছা থাকলেও দূরত্বের কারণে তারা এই প্রকল্পে অংশগ্রহণ করতে পারে নি। তবে স্বাপ্নিকের এমন কার্যক্রম চলমান থাকবে এবং ভবিষ্যৎ এ আরো বিস্তৃত পরিসরে হবে।

পরিশেষে বলা যায় স্বাপ্নিক পরিবার সুখে দুখে সর্বদা সাধারণ মানুষের পাশে আছে এবং থাকবে। সাধারন মানুষকে বাঁচার স্বপ্ন দেখানো এবং তাদের পাশে থাকাই স্বাপ্নিক পরিবারের প্রধান এবং একমাত্র লক্ষ্য।

প্রতিবেদক

জয়ানন্দ মন্ডল

০৫/০২/২০২৩

অনার্স শাখা, স্বাপ্নিক।